ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৯০০

আগরতলা,২৯ নভেম্বর,২০২৩

নয়াদিল্লিতে আটকে পড়া তীর্থযাত্রীদের ফিরিয়ে আনতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগ

রাজ্যের তীর্থযাত্রীদের একটি দল সম্প্রতি বৃন্দাবন সহ অন্যান্য তীর্থক্ষেত্র পরিভ্রমণ করে নয়াদিল্লিতে ফিরছিলেন। কিন্তু নয়াদিল্লি রেলস্টেশনে নির্ধারিত সময়ে ট্রেন না ধরতে পারার কারণে তারা আটকে পড়েন এবং দুর্দশার সম্মুখীন হন। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার দ্রুত হস্তক্ষেপে আটকে পড়া তীর্থযাত্রীদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়। রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের উদ্যোগে আটকে পড়া ১৩৬ জন তীর্থযাত্রীদের সরকারি খরচে তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনে করে রাজ্যে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে সমস্ত খরচ বহন করবে। নয়াদিল্লিস্থিত ত্রিপুরা ভবনের আধিকারিকগণ সংশ্লিষ্ট তীর্থযাত্রীদের দেখভালের বিষয়ে যাবতীয় তদারকি করেছেন।

ইতিমধ্যে তীর্থযাত্রী দলের জনৈকা গীতারাণী দাসের (স্বামী রাজকুমার দাস) মধ্য ডুকলি (৬২) অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটে। রাজ্য সরকারের তরফে মৃত গীতারাণী দাসের পরিবারকে এক লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি দিল্লিতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতেও সহায়তা করা হয়।

রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী তীর্থযাত্রীদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করেন। শ্রীচৌধুরী রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিকদের তৎপরতার সঙ্গে দ্রুত ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন। পরিবহণ দপ্তরের পক্ষ থেকে রেলওয়ের আধিকারিকদের সাথে কথা বলে তীর্থযাত্রীদের ফিরিয়ে আনার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়।

*****